

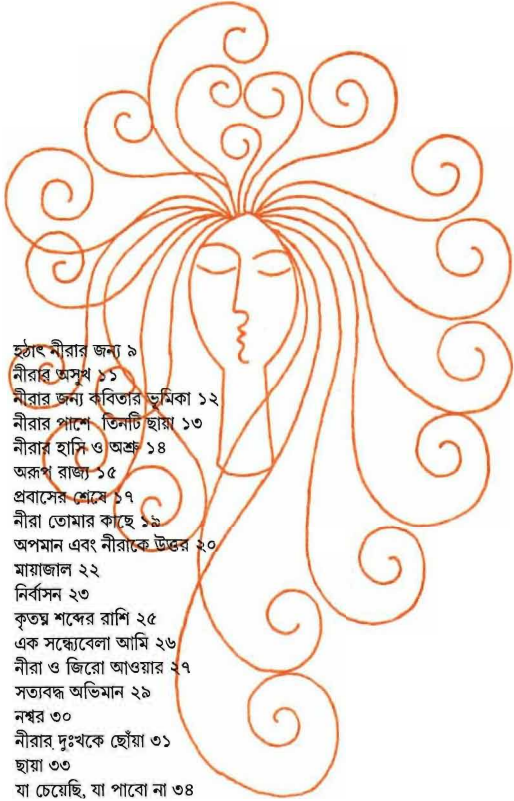
হঠাৎ নীরার জন্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

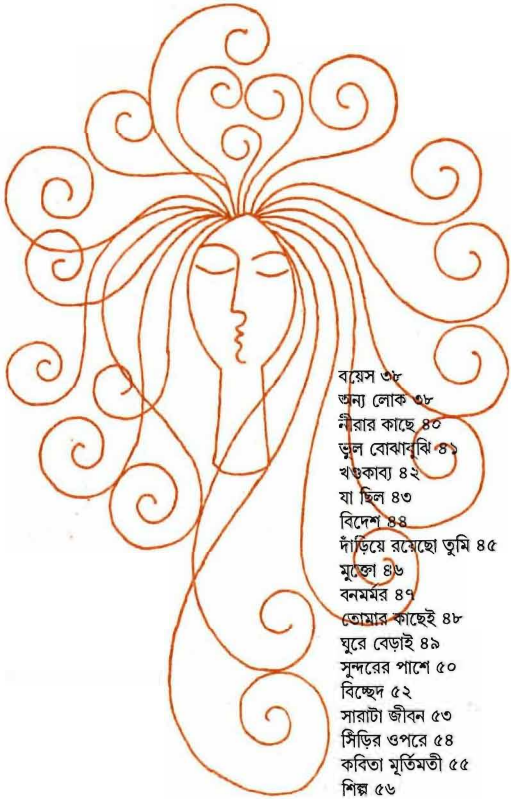
হঠাৎ নীরার জন্য



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
ক লি কা তা ৯



হঠাৎ নীরার জন্য ৯
নীরার অসুখ ১১
নীরার জন্য কবিতার ভূমিকা ১২
নীরার পাশে তিনটি ছায়া ১৩
নীরার হাসি ও অশ্রু ১৪
অরূপ রাজ্য ১৫
প্রবাসের শেষে ১৭
নীরা তোমার কাছে ১৯
অপমান এবং নীরাকে উত্তর ২০
মায়াজাল ২২
নির্বাসন ২৩
কৃত্রিম শব্দের রাশি ২৫
এক সন্ধ্যাবেলা আমি ২৬
নীরা ও জিরো আওয়ার ২৭
সত্যবদ্ধ অভিমান ২৯
নশ্বর ৩০
নীরার দুঃখকে ছোঁয়া ৩১
ছায়া ৩৩
যা চেয়েছি, যা পাবো না ৩৪



বয়েস ৩৮
অন্য লোক ৩৮
নীহার কাছে ৪০
ভুল বোঝাবুঝি ৪১
খণ্ডকাব্য ৪২
যা ছিল ৪৩
বিদেশ ৪৪
দাঁড়িয়ে রয়েছে তুমি ৪৫
মুন্সে ৪৬
বনময়র ৪৭
তোমার কাছেই ৪৮
ঘুরে বেড়াই ৪৯
সুন্দরের পাশে ৫০
বিচ্ছেদ ৫২
সারাটা জীবন ৫৩
সিঁড়ির ওপরে ৫৪
কবিতা মূর্তিমতী ৫৫
শিল্প ৫৬

হঠাৎ নীরার জন্য

বাসস্টপে দেখা হল তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল

স্বপ্নে বহুক্ষণ

দেখেছি ছুরির মতো বিঁধে থাকতে সিন্ধুপারে—দিকচিহ্নহীন—

বাহান্ন তীর্থের মতো এক শরীর, হাওয়ার ভিতরে

তোমাকে দেখেছি কাল স্বপ্নে, নীরা, ওষাধি স্বপ্নের

নীল দৃঃসময়ে।

দক্ষিণ সমুদ্রস্বারে গিয়েছিলে কবে, কার সংগে? তুমি

আজই কি ফিরেছো?

স্বপ্নের সমুদ্রে সে কি ভয়ংকর, ঢেউহীন, শব্দহীন, যেন

তিনদিন পরেই আত্মঘাতী হবে, হারানো আঙুটির মতো দূরে

তোমার দিগন্ত, দূই উরু ডুবে গেছে নীল জলে

তোমাকে হঠাৎ মনে হলো কোনো জুয়াড়ীর সঙ্গিনীর মতো,

অথচ একলা ছিলে, ঘোরতর স্বপ্নের ভিতরে তুমি একা।

এক বছর ঘুমোবো না, স্বপ্ন দেখে কপালের ঘাম

ভোরে মুছে নিতে বড় মূর্খের মতন মনে হয়

বরং বিস্মৃতি ভালো, পোশাকের মধ্যে ঢেকে রাখা

নগ্ন শরীরের মতো লজ্জাহীন, আমি

এক বছর ঘুমোবো না, এক বছর স্বপ্নহীন জেগে

বাহান্ন তীর্থের মতো তোমার ও-শরীর ভ্রমণে

পূণ্যবান হবো।

বাসের জানলার পাশে তোমার সহাস্য মুখ, 'আজ যাঁ,

বাড়িতে আসবেন!'

রৌদ্রের চীৎকারে সব শব্দ ডুবে গেল।

'একটু দাঁড়াও', কিংবা 'চলো লাইব্রেরীর মাঠে', বৃকের ভিতরে

কেউ এই কথা বলেছিল, আমি মনে-পড়া চোখে

সহসা হাতঘাড়ি দেখে লাফিয়ে উঠেছি রাস্তা, বাস, ট্রাম,

রিকশা, লোকজন

ডিগবাজির মতো পার হয়ে, যেন ওরাংউটাং, চার হাত-পায়ে ছুটে
পৌঁছে গেছি অফিসের লিফ্টের দরজায়।

বাসস্টপে তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল স্বপ্নে বহুক্ষণ॥

নীরার অসুখ

নীরার অসুখ হলে কলকাতার সবাই বড় দুঃখে থাকে
সূর্য নিবে গেলে পর, নিয়নের বাতিগদূলি হঠাৎ জ্বলার আগে জেনে নেয়

নীরা আজ ভালো আছে ?

গীর্জার বয়স্ক ঘড়ি, দোকানের রক্তিম লাভণ্য—ওরা জানে

নীরা আজ ভালো আছে !

অফিস সিনেমা পার্কে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে মুখে রটে যায়

নীরার খবর

বকুলমালার তীব্র গন্ধ এসে বলে দেয়, নীরা আজ খুশি

হঠাৎ উদাস হাওয়া এলোমেলো পাগ্লা ঘণ্টি বাজিয়ে আকাশ জুড়ে

খেলা শুরু করলে

কলকাতার সব লোক মৃদু হাস্যে জেনে যায়, নীরা আজ বেড়াতে গিয়েছে।

আকাশে যখন মেঘ, ছায়াচ্ছন্ন গুমোট নগর খুব দুঃখবোধ

হঠাৎ ট্রামের পেটে ট্যান্ডি ঢুকে নিরানন্দ জ্যাম চৌরাস্তায়

রেস্তোরাঁয় পথে পথে মানুষের মুখ কালো, বিরক্ত মুখোশ

সমস্ত কলকাতা জুড়ে ক্রোধ আর ধর্মঘট, শুরু হবে লণ্ডভণ্ড

টেলিফোন পোস্টাফিসে আগুন জ্বালিয়ে

যে-যার নিজস্ব হৃদস্পন্দনেও হরতাল জানাবে—

আমি ভয়ে কেঁপে উঠি, আমি জানি, আমি তৎক্ষণাৎ ছুটে যাই, গিয়ে বলি,

নীরা, তুমি মনথারাপ করে আছো ?

লক্ষ্মী মেয়ে, একবার চোখে চাও, আয়না দেখার মত দেখাও ও-মুখের মঞ্জরী

নবীন জলের মত কলহাস্য একবার বাংলা দেখি ধাঁধার উত্তর !

অমনি আড়াল সরে, বৃষ্টি নামে, মানুষেরা সিনেমা ও খেলা দেখতে

চলে যায় স্বস্তিময় মুখে

ট্রাফিকের গিট খোল, সাইকেলের সঙ্গে টেম্পো, মোটরের সঙ্গে রিক্সা

মিলে মিশে বাড়ি ফেরে যে-যার রাস্তায়

সিগারেট ঠোঁটে চেপে কেউ কেউ বল ওঠ, বেঁচে থাকা নেহাত মন্দ না !

নীরার জন্য কবিতার ভূমিকা

এই কবিতার জন্য আর কেউ নেই, শুধু তুমি নীরা
এ-কবিতা মধ্যরাতে তোমার নিভৃত মৃদু লক্ষ্য করে
ঘুমের ভিতরে তুমি আচমকা জেগে উঠে টিপয়ের
থেকে জল খেতে গিয়ে জিভ কামড়ে এক মৃদুত্ব ভাববে
কে তোমার কথা মনে করছে এত রাতে—তখন আমার
এই কবিতার প্রতিটি লাইন শব্দ অক্ষর কমা ডাস রেফ্
ও রয়ের ফুটকি সমেত ছুটে যাচ্ছে তোমার দিকে, তোমার
আধোঘুমন্ত নরম মৃদুত্বের চারপাশে এলোমেলো চুলে ও
বিছানায় আমার নিশ্বাসের মতো নিঃশব্দ এই শব্দগুলি
এই কবিতার প্রত্যেকটি অক্ষর গুণগনের বাণের মতো শুধু
তোমার জন্য, এরা শুধু তোমাকে বিব্ধ করতে জানে

তুমি ভয় পেয়ো না, তুমি ঘুমোও, আমি বহু দূরে আছি
আমার ভয়ংকর হাত তোমাকে ছোঁবে না, এই মধ্যরাতে
আমার অসম্ভব জেগে ওঠা, উজ্জ্বলতা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও
চাপা আতঁরব তোমাকে ভয় দেখাবে না—আমার সম্পূর্ণ আবেগ
শুধু মোমবাতির আলোর মতো ভদ্র হিম,

শব্দ ও অক্ষরের কবিতায়

তোমার শিয়রের কাছে যাবে—এরা তোমাকে চুম্বন করলে
তুমি টের পাবে না, এরা তোমার সঙ্গে সারারাত শুয়ে থাকবে
এক বিছানায়—তুমি জেগে উঠবে না, সকালবেলা তোমার পায়ে
কাছে মরা প্রজাপতির মতো এরা লুটোবে। এদের আত্মা মিশে
থাকবে তোমার শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে, চিরজীবনের মতো

বহুদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হলে ঝর্নার জলের মতো
হেসে উঠবে কিছই না জেনে। নীরা, আমি তোমার অমন
সুন্দর মৃদু বাক্য টিপের দিকে চেয়ে থাকবো। আমি অন্য কথা
বলার সময় তোমার প্রস্ফুটিত মৃদুখানি আদর করবো মনে-মনে
ঘরভর্তি লোকের মধ্যেও আমি তোমার দিকে

নিজস্ব চোখে তাকাবো।

তুমি জানতে পারবে না—তোমার সম্পূর্ণ শরীরে মিশে আছে
আমার একটি অতি ব্যক্তিগত কবিতার প্রতিটি শব্দের আত্মা ॥

নীরার পাশে তিনটি ছায়া

নীরা এবং নীরার পাশে তিনটি ছায়া
আমি ধনুক তীর জুড়েছি, ছায়া তবুও এত বেহায়া
পাশ ছাড়ে না

এবার ছিলা সমুদ্যত, হানবো তীর ঝড়ের মতো—
নীরা দহাত তুলে বললো, ‘মা নিষাদ!

ওরা আমার বিষম চেনা!’

ঘর্নির্গ ধূলোর সঙ্গে ওড়ে আমার বুকচাপা বিষাদ—
লঘু প্রকোপে হাসলো নীরা, সঙ্গে ছায়া-অভিমানীরা
ফেরানো তীর আমার দৃষ্টি ছুঁয়ে গেল

নীরা জানে না!

নীরার হাসি ও অশ্রু

নীরার চোখের জল চোখের অনেক

নিচে

টলমল

নীরার মুখের হাসি মুখের আড়াল থেকে

বৃক, বাহু, আঙুলে

ছড়ায়

শাড়ির আঁচলে হাসি, ভিজ়ে চুলে হেলানো সন্ধ্যায় নীরা

আমাকে বাড়িয়ে দেয়, হাস্যময় হাত

আমার হাতের মধ্যে চৌরাস্তায় খেলা করে নীরার কৌতুক

তার ছদ্মবেশ থেকে ভেসে আসে সামুদ্রিক ঘ্রাণ

সে আমার দিকে চায়, নীরার গোধূলিমাখা ঠোঁট থেকে

ঝরে পড়ে লীলালোপ

আমি তাকে প্রচ্ছন্ন আদর করি, গুপ্ত চোখে বলি :

নীরা, তুমি শান্ত হও!

অমন মোহিনী হাস্যে আমার বিভ্রম হয় না, আমি সব জানি

পৃথিবী ভোলপাড় করা প্লাবনের শব্দ শুনে টের পাই

তোমার মুখের পাশে উষ্ণ হাওয়া

নীরা, তুমি শান্ত হও!

নীরার সহাস্য বৃকে অঁচলের পাখিগুদলি

খেলা করে

কোমর ও শ্রোণী থেকে স্রোত উঠে ঘূরে যায় এক পলক

সংসারের সারাৎসার ঝলমলিয়ে সে তার দাঁতের আলো

সায়াহের দিকে তুলে ধরে

নাগকেশরের মতো ওষ্ঠাধরে আঙুল ঠেকিয়ে বলে,

চুপ!

আমি জানি

নীরার চোখের জল চোখের অনেক নীচে টলমল॥

অরুণ রাজ্য

মায়ের গোলাপ গাছে ঠিক একটি গোলাপের মতো ফুল
ফুটে আছে
চোখের মতন চোখে দেখতে পাই ভোরবেলার মতো ভোরবেলা—
দেশলাই কাঠিতে জ্বললো বিশুদ্ধ আগুন, আমি সিগারেট মূখে নিয়ে
ছাদ থেকে নেমে আসি প্রধান মাটিতে
পায়ের তলায় ভিজে ঘাস, ঠিক পায়ের তলায় ভিজে ঘাস।

দুঃখ নিয়ে ঘুম ভাঙলে দুঃখ জেগে রয়, মানুষ ঘুমোয় ফের
প্রহরীর বিবৃত জানুতে
মানুষ না, আমি। আমার ঘুমন্ত চোখ সাম্প্রতিক বাতাসকে মনে করে
শতাব্দীর হাওয়া
মহিলাকে মনে করে স্বপ্ন। মহিলা না, নীরা।
তার দৃষ্টি দুর্গা টুনটুনি হয়ে উড়ে যায়। স্বপ্ন
তার স্তনে মল্লিকা ফুলের ঘ্রাণ। স্বপ্ন
নীরার হাসির তোড়ে চিকন ঝর্নার শব্দ ওঠে। এও স্বপ্ন—
টুনটুনি, মল্লিকা, ঝর্না—খল্যাবলুদ্বিষ্ট এই পৃথিবীর
অসীম ফসল হয়ে ফুটে আছে
যেমন ফসল নীরা। আমি। দুঃখে সব স্বপ্ন হয়।

ঈর্ষাও ঘুমের ভিগ্ন। সেই ঈর্ষা নারী বা নীরার সর্ব শরীরের কাছে এসে
শিকলের শব্দ করে
আমার দু'চোখ তীক্ষ্ণ ছুরি হয়, প্রাসাদ শিখর ভাঙে,
ধ্বংস করে রাজনীতি-মণ্ড, রূপান্তর শূন্য হয়
মানুষকে মনে হয় জলজন্তু, যৌষণপ্রত্যঙ্গ যেন খাদ্য
ভালোবাসা নুন-মরিচ, নিশ্বাসে আগুন
প্রতিটি প্রত্যঙ্গ যেন রাগিভোর, রোদ্দুর তখনই হয় ক্ষুরের ফলার মতো
কুসুমকুমারী, মেঘ দুঃসময়—সব স্বপ্ন!
কখনো দুঃখের ঘুম শূন্য হলে আমি জাগি, অবিকল চোখের মতন চোখে
টের পাই সাম্প্রতিক হাওয়া
সিগারেটে টান মেরে আমি খুসখুসে শব্দে হাসি

বেঁচে থাকা এই রকম

আমি এই অরূপ রাজ্যের নাগরিক

গোলাপ চারায় ঠিক গোলাপ ফোটোর মতো দৃশ্যমান ফসলের নিজস্ব বিভাস
পায়ের তলায় ভিজে ঘাস শুধু পায়ের তলায় ভিজে ঘাস॥

প্রবাসের শেষে

যমুনা, আমার হাত ধরো। স্বর্গে যাবো।

এসো, মুখে রাখো মুখ, চোখে চোখ, শরীরে শরীর

নবীনা পাতার মতো শুদ্ধরূপ, এসো

স্বর্গ খুব দূরে নয়, উত্তর সমুদ্র থেকে যে রকম বসন্ত প্রবাসে

উড়ে আসে কলম্বর, বাহু থেকে শীতের উত্তাপ

যে রকম অপর বৃকের কাছে ঋণী হয়, যমুনা, আমার হাত ধরো,

স্বর্গে যাবো।

আমার প্রবাস আজ শেষ হলো, এরকম মধুর বিচ্ছেদ

মানুষ জানেনি আর। যমুনা আমার সঙ্গী—সহস্র রুমাল

স্বর্গের উদ্দেশ্যে ওড়ে, যমুনা তোমায় আমি নক্ষত্রের অতি প্রতিবেশী

করে রাখি, আসলে কি স্বাতী নক্ষত্রের সেই প্রবাদ মাখানো অশ্রু

তুমি নও?

তুমি নও ফেলে আসা লেবুর পাতার ঘ্রাণে জ্যোৎস্নাময় রাত?

তুমি নও ক্ষীণ ধূপ? তুমি কেউ নও

তুমিই বিস্মৃতি, তুমি শব্দময়ী, বর্ণ-নারী, স্তন ও জঙ্ঘায়

নারী তুমি,

ভ্রমণে শয়নে তুমি সকল গ্রন্থের যুক্ত প্রণয় পিপাসা

চোখের বিশ্বাসে নারী, স্বেদে চুলে, নোখের ধুলোয়

প্রত্যেক অনুরাগে নারী, নারীর ভিতরে নারী, শূন্যতায় সহাস্য সন্দরী,

তুমিই গায়ত্রীভাঙা মনীষার উপহাস, তুমি যৌবনের

প্রত্যেক কবির নীরা, দুনিয়ার সব দাপাদাপি ক্রুদ্ধ লোভ

ভুল ও ঘূমের মধ্যে তোমার মাধুরী ছুঁয়ে নদীর তরঙ্গ

হয়, পাপীকে চুম্বন করো তুমি, তাই সবার খোলে স্বর্গের প্রহরী,

তুমি এরকম? তুমি কেউ নও

তুমি শুদ্ধ আমার নমুনা।

হাত ধরো, স্বরবৃত্ত পদক্ষেপে নাচ হোক, লঙ্ঘিত জীবন

অন্তরীক্ষে বর্ণনাকে দৃশ্য করো, এসো, হাত ধরো।

পৃথিবীতে বড় বেশি দুঃখ আমি পেয়ে গেছি, অবিশ্বাসে

আমি খুঁনি, আমি পাতাল শহরে জালিয়াৎ, আমি অরণ্যের

পলাতক, মাংসের দোকানে ঋণী, উৎসব ভাঙার ছদ্মবেশী

গদ্যস্তচর!

তব্দও ম্বিখায় আমি ভুলিনি স্বর্গের পথ, যে-রকম প্রাক্তন ম্বদেশ।
তুমি তো জানো না কিছ, না প্রেম, না নিচু ম্বর্গ, না জানাই ভালো
তুমিই কিশোরী নদী, বিস্মৃতির স্রোত, বিকালের পদস্কার.....

আম খুকী, ম্বর্গের বাগানে আজ ছটোছটি করি॥

নীরা, তোমার কাছে

সিঁড়ির মূখে কারা অমন শান্তভাবে কথা বললো ?
বেরিয়ে গেল দরজা ভেজিয়ে, তুমি তবু দাঁড়িয়ে রইলে সিঁড়িতে
রেলিং-এ দুই হাত ও থুতুনি, তোমায় দেখে বলবে না কেউ থির বিজুরি
তোমার রং একটু ময়লা, পশ্মপাতার থেকে যেন একটু চুরি,
দাঁড়িয়ে রইলে
নীরা, তোমায় দেখে হঠাৎ নীরার কথা মনে পড়লো।

নীরা, তোমায় দেখি আমি সারাবছর মাত্র দু'দিন
দোল ও সরস্বতী পূজোয়—দুটোই খুব রঙের মধ্যে
রঙের মধ্যে ফুলের মধ্যে সারা বছর মাত্র দু'দিন—
ও দুটো দিন তুমি আলাদা, ও দুটো দিন তুমি যেমন অন্য নীরা
বার্কি তিনশো তেঁতুলের তোমায় ঘিরে থাকে অন্য প্রহরীরা

তুমি আমার মুখ দেখোনি একলা ঘরে, আমি আমার দস্যুতা
তোমার কাছে লুকিয়ে আছি, আমরা কেউ বৃকের কাছে কখনো
দু'হাত জোড় করে ছুঁইনি শূন্যতা, কেউ বৃকের কাছে কখনো
কথা বলিনি পরস্পর, চোখের গন্ধে করিনি চোখ প্রদক্ষিণ—

আমি আমার দস্যুতা

তোমার কাছে লুকিয়ে আছি, নীরা তোমায় দেখা আমার মাত্র দু'দিন।

নীরা, তোমায় দেখে হঠাৎ নীরার কথা মনে পড়লো !
আমি তোমায় লোভ করিনি, আমি তোমায় টান মারিনি স্দতোয়
আমি তোমার মন্দিরের মতো শরীরে ঢুকিনি ছলছুতোয়
রক্তমাখা হাতে তোমায় অবলীলায় নাশ করিনি;
দোল ও সরস্বতী পূজোয় তোমার সঙ্গে দেখা আমার—সিঁড়ির কাছে
আজকে এমন দাঁড়িয়ে রইলে
নীরা, তোমার কাছে আমি নীরার জন্য রয়ে গেলাম চিরঞ্চণী॥

অপমান এবং নীরাকে উত্তর

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে, সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে, সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে, নীরা, কেন হেসে উঠলে, কেন
সহসা ঘূমের মধ্যে যেন বজ্রপাত, যেন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, নীরা, হেসে উঠলে, সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে কেন সাক্ষী কেন বন্ধু কেন তিনজন কেন?
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন!

একবার হাত ছুঁয়েছি সাত কি এগারো মাস পরে ঐ হাত
কিছু কৃশ, ঠান্ডা বা গরম নয়. অতীতের চেয়ে অলৌকিক
হাসির শব্দের মতো রক্তস্রোত, অত্যন্ত আপন ঐ হাত
সিগারেট না-থাকলে আমি দৃহাতে জড়িয়ে ঘ্রাণ নিতুম
সিগারেট না-থাকলে আমি দৃহাতে জড়িয়ে ঘ্রাণ নিতুম
মুখ বা চুলের নর, ঐ হাত ছুঁয়ে আমি সব বদ্বি, আমি
দুর্নিয়ার সব ডাক্তারের চেয়ে বড়, আমি হাত ছুঁয়ে দূরে
ভ্রমর পেয়েছি শব্দে, প্রতিধ্বনি ফুলের শূন্যতা—

ফুলের? না ফসলের? বারান্দার নিচে ট্রেন সিটি মারে,
যেন ইয়াকির
টিংকট হচ্ছে কেনা, আবার বিদেশে যাবো সমুদ্রে বা নদী...
আবার বিদেশে,
ট্রেনের জানলায় বসে ঐ হাত রুমাল ওড়াবে।

রাস্তায় এলুম আর শীত নেই, নিঃশ্বাস শরীরহীন, দ্রুত
ট্যাক্সি ছুটে যায় স্বর্গে, হো-হো অট্টহাস ভাসে ম্যাজিক নিশীথে
মাথায় একছিটে নেই বাষ্প, চোখে চমৎকার আধো-জাগা ঘুম,
ঘুম! মনে পড়ে ঘুম, তুমি, ঘুম তুমি. ঘুম, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন ঘুম
ঘুমোবার আগে তুমি স্নান করো? নীরা তুমি, স্বপ্নে যেন এ রকম ছিলো...
কিংবা গান? বাথরুমে আয়না খুব সাপ্ঘাতিক স্মৃতির মতোন,
মনে পড়ে বাস স্টপে? স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্নে—স্বপ্নে, বাস স্টপে
কোনোদিন দেখা হয়নি, ও-সব কবিতা! আজ যে-রকম ঘোর

দঃখ পাওয়া গেল, অথচ কোথায় দঃখ, দঃখের প্রভূত দঃখ, আহা
মানুষকে ভূতের মতো দঃখে ধরে, চৌরাস্তায় কোন দঃখ নেই, নীরা
বৃকের সিন্দুক খুলে আমাকে কিছটা দঃখ, বৃকের সিন্দুক খুলে, যদি
হাত ছঃসে পাওয়া যেত, হাত ছঃসে, ধঃসর খাতায় তবে আরেকটি কবিতা
কিংবা দঃখ-না-খাকার দঃখ...। ভালোবাসা তার চেয়ে বড় নয়!

মায়াজাল

দেড় বছর পর অমন চোখ তুলে প্রথম তাকালে
নীরৱা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন
চৌকো টেবিল, দ্ব'পাশে নশ্বর আলোর পদরেখা
নীরৱা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন
মুখের পাশে ঘোরে ধূপের গন্ধ, যেমন ছবিময় পারস্য গালিচা
হাসির ভাঙা স্বর, আলতো সন্ধ্যায় দ্ব'গজ দূর থেকে পরস্পর
নীরৱা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন?

দরজা বন্ধ ও জানলা খোলা, নার্কি জানলা বন্ধ খোলা দরজায়
মানুষ আসে যায়, 'বিদেশ থেকে কবে ফিরলে সদুনীল?'
আমার উত্তরে তোমার জোড়া ভুরু, ঈষৎ চশমায় লাস্য, অথবা
সব রকম কাঁচে ছবিও ফোটে না!
তোমার নামে আনা ছোট্ট উপহার ফিরিয়ে নিয়ে যাই লর্দকিয়ে
নীরৱা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন
শব্দ ও দ্বিটি চোখ, শব্দ ও দ্বিটি চোখ দেখতে এতদূর
ছুটে এলাম?

নির্বাসন

আমি ও নিখিলেশ, অর্থাৎ নিখিলেশ ও আমি, অর্থাৎ আমরা চারজন
একসঙ্গে সন্ধ্যাবেলা কাজ্জান
পার্কের মধ্যে দিয়ে,—চতুর্দিকে রাজকুমারীর মতো আলো—
হেঁটে যাই, ইনসিওরেন্স কোম্পানির ঘাড় ভয় দেখালো
উল্টোদিকে কাঁটা ঘুরে, আমাদের ঘাড় হেঁটে
করা মর্দিত, আমরা চারজন হেঁটে যাই, মুখে সিগারেট
বদল হয়, আমরা কথা বলি না, রেড রোডের দু'পাশের
রঙিন ফুলবাগান থেকে নানা রঙের হাওয়া আসে, তাশের
ম্যাজিকের মতো গাড়িগুলো আসে ও যায়, এর সঙ্গে মানায়
মুর্খ নদীর নিশ্বাস, আমরা হেঁটে যাই, আমরা এক ভাঙা কারখানায়
শিকল কিনতে গিয়েছিলাম, ফিরে যাচ্ছি, আমি বাকি তিনজনকে
চেয়ে দেখলুম, ওরাও আমাকে আড়চোখে...
ছোট-বড়ো আলোয় বড়ো ও ছোট ছায়া সমান দূরত্বে
আমাদের, চাঁদ ও জ্যোৎস্নার মাঠে ইন্দুর বা কেঁচোর গর্তে
পা মচকে আমি পিছিয়ে পড়ি, ওরা দেখে না, এগিয়ে যায়
কখনো ওরা আলোয়, কখনো গাছের নিচে ছায়ায়
ওরা পিছনে ফেরে না, থামে না, ওরা যায়—

আমি নাস্তিকের গলায় নিজের ছায়ায় ডাকি, একশো মেয়ের চিংকার
মেমোরিয়ালের পাশ থেকে হাসিসমেত তিনবার
জেগে উঠে আড়াল করে, এবার আমি নিজের নাম
চেঁচাই খুব জোরে. কেউ সাড়া দেবার আগেই একটা নীলাম-
ওয়ালা 'কানাকাড়ি', 'কানাকাড়ি' হাতুড়ি ঠোকে. একটা ঢিল
তুলে ছুঁড়তে যেতেই কে যেন বললো, 'সুনীল
এখানে কী করছিস?' আমি হাঁটু ও কপালের
রক্ত ঘাসে মুছে তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে সবুজ ও লালের
শিহরন দেখি, দু'হাত ওপরে তুলে বিচারক সন্তর্বিমুণ্ডল
আড়াল করতে ইচ্ছে হয়. 'ওঠ' বাড়ি চল. কিংবা বল.
কোথায় লুকিয়েছিস নীরাকে?' গলার স্বর শুনে মানুষকে
চেনা যায় না. একটি অন্ধ মেয়ে আমাকে বলিছিল, দু'চোখ উন্মেক
আমি লোকটাকে তদন্ত করি: পাপ নেই, দুঃখ নেই এমন

পায়ে চলা পথ ধরে কারা আসে। যেন গহন বন
 পেরিয়ে শিকারী এলো, জীবনের তীব্রতম প্রশ্ন মূখে তুলে
 দাঁড়িয়ে রইলো, যেন ছুঁয়ে দিল বেদান্তের মন্দিরচূড়ার মতো আঙুলে
 নীলিমার মতো নিঃস্বভা,—যেন কত চেনা, অথচ মূখ, চিনি না, চোখ
 চিনি না, ছায়া নেই লোকটার এমন নির্মম, এক জীবনের শোক
 বুকে এলো, ‘কোথায় লুকিয়েছিস?’ ‘জানি না’—এ-কথা
 কপালে রক্তের মতো, তবু বোঝে না রক্তের ভাষা, তৃষ্ণা ও ব্যর্থতা
 বারবার প্রশ্ন করে, জানি না কোথায় লুকিয়েছি নীরাকে, অথবা নীরা কোথায়
 লুকিয়ে রেখেছে আমায়! কোথায় হারালো নিখিলেশ, বিদ্যমানতায়
 পরস্পর ছায়া ও মূর্তি...আবার একা হাঁটিতে লাগলুম, বহুক্ষণ
 কেউ এলো না সঙ্গে, না প্রশ্ন, না ছায়া, না নিখিলেশ না ভালোবাসা
 শুদ্ধ নির্বাসন ॥

কৃতঘ্ন শব্দের রাশি

চিঠি না-লেখার মতো দুঃখ আজ শিরিশির করে ওঠে

আঙুলে বা চোখের পাতায়

নিউমার্কেটের পাশে হঠাৎ দৃপদ্রবেলা নীরার পদবী ভুলে যাই—
এবং নীরার মৃদু!

জলে-ডোবা মানুষের বাতাসের জন্য হাঁকুপাকু—সেই অস্থিরতা

নীরার মৃদুত্বের ছবি—সোনালী চশমার ফ্রেম, নাকি কালো?

স্তম্ভের ঘড়িকে আমি প্রশ্ন করি, সোনালি? না কালো?

ধনুক কপালে বাঁকা টিপ, ঢাল চুলে বাতাসের খন্সদৃটি

তবুও নীরার মৃদু অস্পষ্ট কুয়াশাময়

জালে ঘেরা বকুল গাছকে আমি ডেকে বলি

বলো, বলো, তুমিও তো দেখেছিলে?

নীরার চশমার ফ্রেম সোনালি না কালো?

সিঁড়ির ধাপের মত বিস্মরণ বহুদূর নেমে যায়

ভুলে যাই নীরার নাভির গন্ধ

চোখের কৌতুকময় বিষণ্ণতা

নীরার চিবুকে কোনো তিল ছিল?

এলাচের গন্ধমাখা হাসি যেন বাতাসের মধ্যে উপহাস

বিস্মৃতির মধ্যে শূন্য অধঃপতনের গাড় শব্দ

নিউমার্কেটের পাশে হঠাৎ দৃপদ্রবেলা

সব কিছ্ ভুলতে ভুলতে আমার অস্তিত্ব

শূন্য কিন্তু মগ্ন হয়ে ওঠে—

ছিঁড়ে যায় নীল পর্দা, ভেঙে পড়ে অসংখ্য দেয়াল

হিজল বনের ছায়া চাঁকতে মেঘের পাশে খেলা করে

তীব্রভাবে বেজে ওঠে কৃতঘ্ন শব্দের রাশি, সেই মৃদুতেই

চোয়াল কঠিন করে হাত তুলি, বঙ্ক মৃদুটি, ঝলসে ওঠে

রক্তমাখা ছুরি॥

এক সন্ধ্যাবেলা আমি

এই হৃদে ঈশ্বর ছিলেন
এই হৃদে ঈশ্বর ছিলেন
ঈশ্বর, তোমার ভূমিকম্প এসে মৃদুছে দিল তোমার মহিমা;
এই বৃক্ষ ঈশ্বর আমার
এই বৃক্ষ ঈশ্বর আমার
ঈশ্বর, তোমার বহু তোমাতেই পোড়ালো বাঁভংস
ঈশ্বর, তোমার মতো নিরীশ্বর আর কেউ নেই!...

*

নীরৱ, তুমি অমন সুন্দর মৃদু তিনশো জানালা
খুলে হেসেছিলে, দিগন্তের মতন কপালে বাঁকা টিপ,
চোখে কাজল ছিল কি? না, ছিল না।
বাসস্টপে তিন মিনিট, অথচ তোমার কাল স্বপ্নে বহুক্ষণ...
কেমন সামান্য হয়ে বসেছিলে, দেড় বছর পর আমি আজও আছি
কত লোভহীন
পাগলামি! স্বপ্ন থেকে নেমে দূর বাসস্টপে একা হেঁটে যাই!

*

নদীর পারে বসেছিলাম, নদী আমায় কোনো কথাই বলেনি
শূন্য পাহাড় বললো আমায় নদীর কথা—
নারীর কাছে গিয়েছিলাম, নারী আমায় কোনো কথাই বলেনি
ধুলোয় ভরা গ্রন্থ শূন্য বললো আমায় নারীর ভাষা।...

*

এ বছর আর বন্যা হবে না, ঐ দ্যাখো ব্রিজ, ঐ দ্যাখো বাঁধ—
কে জানে কোথাও কোনো দীর্ঘস্বাস ছিল কিনা,
মরা দামোদর পায়ে হেঁটে এসে ছেলেটা মেয়েটা শক্তিগড়ের
দিকে চলে গেল, কে জানে কোথাও দীর্ঘস্বাস ছিল কিনা।...

*

আমার ঠাকুরদাদা মন্দিরের পুজুরী ও ঘণ্টা বাজাতেন
ছোটোমাসী নামাবলী কেটে ব্লাউজ বানিয়েছেন লো-কাট
ছোটোমাসী, তোমার বৃকে মৃদু লুকিয়ে কাঁদতে গিয়ে
প্রথম যৌন আনন্দ পেয়েছিলাম॥

নীরৱ ও জিরো আওয়ার

এখন অসুখ নেই, এখন অসুখ থেকে সেরে উঠে
পরবর্তী অসুখের জন্য বসে থাকা। এখন মাথার কাছে
জানালা নেই, বুক ভরা দুই জানলা, শুধু শুকনো চোখ
দেয়ালে বিশ্রাম করে, কপালে জলপট্টির মতো
ঠান্ডা হাত দূরে সরে গেছে, আজ এই বিষম সকালবেলা
আমার উত্থান নেই, আমি শুয়ে থাকি, সাড়ে দশটা বেজে যায়।

প্রবন্ধ ও রম্যরচনা, অনুবাদ, পাঁচ বছর আগের
শুরু করা উপন্যাস, সংবাদপত্রের জন্য জল-মেশানো
গদ্য থেকে আজ এই সাড়ে দশটায় আমি সব ভেঙে চুরে
উঠে দাঁড়াতে চাই—অন্ধ চোখ, ছোট চুল—ইস্ট্রিকরা পোশাক ও
হাতের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে আমি এখন তোমার
বাড়ির সামনে, নীরৱ, থুতু করে মাটিতে থুতু ছিটিয়ে
বলি : এই প্রাসাদ একদিন আমি ভেঙে ফেলবো! এই প্রাসাদে
এক ভারতবর্ষব্যাপী অন্যায়। এখন থেকে পুনরায় রাজতন্ত্রের
উৎস। আমি
ব্রীজের নিচে বসে গম্ভীর আওয়াজ শুনছি, একদিন
আমলভাবে উপড়ে নিতে হবে অপরিণত অমরত্ব।

কবিতায় ছোট দুঃখ, ফিরে গিয়ে দেখছি বহুবাব
আমার নতুন কবিতা এই রকমভাবে শুরু হয়
নীরৱ তোমায় একটি রঙিন
সাবান উপহার
দিয়োছি শেষবার ;

আমার সাবান ঘুরবে তোমার সারা দেহে।

বুক পেরিয়ে নাভির কাছে মাল্লা স্নেহে
আদর করবে, রহস্যময় হাসির শব্দে
কয়ে যাবে, বলবে তোমার শরীর যেন
অমর না হয়...

অসহ্য!! কলম ছুঁড়ে বেরিয়ে আমি বহুদূর সমুদ্রে
চলে যাই, অন্ধকারে স্নান করি হাঙর শিশুদের সঙ্গে

ফিরে এসে ঘুম চোখে, টেবিলের ওপাশে দই বালিকার
মতো নারী, আমি নীল-লোভী তাতার বা কালো ঈশ্বর-খোঁজা
নিগ্রোদের মতো অভিমান করি, অভিমানের স্পষ্ট
শব্দ, আমার চা-মেশানো ভদ্রতা হলুদ হয়!

এখন আমি বন্ধুর সঙ্গে সাহাবাবুদের দোকানে, এখন
বন্ধুর শরীরে ইঞ্জেকশন্ ফুঁড়লে আমার কণ্ঠ, এখন
আমি প্রবীণ কবির সুন্দর মৃদু থেকে লোমশ ভ্রুকুটি
জানু পেতে ভিক্ষা করি, আমার ক্রোধ ও হাহাকার ঘরের
সিলিং ছুঁয়ে আবার মাটিতে ফিরে আসে, এখন সাহেব বাড়ির
পার্টিতে আমি ফরিদপুরের ছেলে, ভালো পোশাক পরার লোভ
সম্মত কাদা মাখা পায়ে কুৎসিত শ্বেতাঙ্গিনীকে দু'পাটি
দাঁত খুলে আমার আলজিভ দেখাই, এখানে কেউ আমার
নিম্নশরীরের যন্ত্রণার কথা জানে না। ডিনারের আগে
১৪ মিনিটের ছবিতে হোয়াইট ও ম্যাকডোঁভড মহাশয়
উড়ে যায়, উন্মাদ! উন্মাদ! এক স্লাইস পৃথিবী দূরে,

সোনার রঙ্গুতে

বাঁধা একজন গ্রিশঙ্কু, কিন্তু আমি প্রধান কবিতা
পেয়ে গেছি প্রথমেই, ৯, ৮, ৭, ৬, ৫...থেকে ক্রমশ শূন্য
এসে স্তম্ভ অসময়, উল্টোদিকে ফিরে গিয়ে এই সেই মহাশয়
সহস্র সূর্যের বিস্ফোরণের সামনে দাঁড়িয়ে ওপেনহাইমার
প্রথম এই বিপরীত অংক গুনেছিল ভগবৎ গীতা আউড়িয়ে
কেউ শূন্য ওঠে কেউ শূন্য নামে, এই প্রথম আমার মৃত্যু
ও অমরত্বের ভয় কেটে যায়, আমি হেসে বন্দনা করি :
ও শান্তি! হে বিপরীত সাম্প্রতিক গণিতের বীজ
তুমি ধন্য, তুমি ইয়ার্কি, অজ্ঞান হবার আগে তুমিই সশব্দ
অভ্যুত্থান, তুমি নেশা, তুমি নীরা, তুমিই আমার ব্যক্তিগত
পাপমুক্তি। আমি আজ পৃথিবীর উন্মারের যোগ্য॥

সত্যবন্ধ অভিমান

এক হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কী এ-হাতে কোনো পাপ করতে পারি?
শেষ বিকেলের সেই ঝুলবারাদায়
তার মুখে পড়েছিল দূর্দান্ত সাহসী এক আলো
যেন এক টেলিগ্রাম, মুহূর্তে উন্মুক্ত করে
নীরার সুষমা
চোখে ও ভুরুতে মেশা হাসি, নাকি অদ্রবিন্দু?
তখন সে যুবতীকে খুকী বলে ডাকতে ইচ্ছে হয়
আমি ডান হাত তুলি, পরদা পাঞ্জার দিকে
মনে মনে বলি :
যোগ্য হও, যোগ্য হয়ে ওঠো...
ছুঁয়ে দিই নীরার চিবুক
এক হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কি এ-হাতে আর কোনোদিন
পাপ করতে পারি?

এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি—
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায়?
সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে পড়ে বিষম জরুরী
কথাটাই বলা হয়নি
লঘু মরালীর মত নারীটিকে নিয়ে যাবে বিদেশী বাতাস
আকস্মিক ভূমিকম্পে ভেঙে যাবে সবগুলো সিঁড়ি
থমকে দাঁড়িয়ে আমি নীরার চোখের দিকে...
ভালোবাসা এক তীব্র অঙ্গীকার, যেন মায়াপাশ,
সত্যবন্ধ অভিমান—চোখ জ্বালা করে ওঠে—
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি—
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায়?

নশ্বর

কখনো কখনো মনে হয়, নীরা, তুমি আমার
জন্মদিনের চেয়েও দূরে—
তুমি পাতা-ঝরা অরণ্যে একা একা হেঁটে চলো
তোমার মসৃণ পায়ের নিচে পাতা ভাঙার শব্দ
দিগন্তের কাছে মিশে আছে মোষের কাঁধের মতন
পাহাড়
জয়ডংকা বাজিয়ে তার আড়ালে ডুবে গেল সূর্য
এ সবই আমার জন্মদিনের চেয়েও দূরের মনে হয়।

কখনো কখনো আকাশের দিকে তাকালে চোখে পড়ে
নক্ষত্রের মৃত্যু
মনের মধ্যে একটা শিহরন হয়
চোখ নেমে আসে ভূ-প্রকৃতির কাছে;
সেই সব মৃদুহৃৎ, নীরা, মনে হয়
নশ্বরতার বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে নেমে পড়ি
তোমার বাদামি মৃদুষ্টিতে গুঞ্জে দিই স্বর্গের পতাকা
পৃথিবীময় ঘোষণা করে দিই, তোমার চিবুকে
ঐ অলৌকিক আলো
চিরকাল থমকে থাকবে!

তখন বহুদূর পাতা-ঝরা অরণ্যে দেখতে পাই
তোমার রহস্যময় হাসি—
তুমি জানো, সন্ধ্যাবেলার আকাশে খেলা করে সাদা পায়রা
তারাও অন্ধকারে মূছে যায়, যেমন চোখের জ্যোতি—এবং পৃথিবীতে
এত দূর
মানুষের দূরত্বই শূন্য তার জন্মকালও ছাড়িয়ে যায়॥

নারীর দৃষ্টিকে ছোঁয়া

কতটুকু দ্রব? সহস্র আলোকবর্ষ চকিতে পার হয়ে
আমি তোমার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসি
তোমার নগ্ন কোমরের কাছে উষ্ণ নিশ্বাস ফেলার আগে
অলঙ্কৃত পাড় দিয়ে ঢাকা অদৃশ্য পায়ের পাতা দুটি
বুকের কাছে এনে

চুম্বন ও অশ্রুজলে ভেজাতে চাই
আমার সাইপ্রিশ বছরের বুক কাঁপে
আমার সাইপ্রিশ বছরের বাইরের জীবন মিথ্যে হয়ে যায়
বহুকাল পর অশ্রু এই বিস্মৃত শব্দটি
অসম্ভব মায়াময় মনে হয়

ইচ্ছে করে তোমার দৃষ্টের সঙ্গ
আমার দৃষ্ট মিশিয়ে আদর করি
সামাজিক কাঁথা সেলাই করা ব্যবহার তছনছ করে
স্ফূর্তিত হয় একটি মূহূর্ত
আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে তোমার পায়ের কাছে...

বাইরে বড় চ্যাঁচামেঁচি, আবহাওয়ায় যখন তখন নিম্নচাপ
ধ্বংস ও সৃষ্টির বীজ ও ফসলে ধারাবাহিক কৌতুক
অজস্র মানুষের মাথা নিজস্ব নিয়মে ঘামে
সেই তো শ্রেষ্ঠ সময় যখন এ সবকিছু তুচ্ছ
যখন মানুষ ফিরে আসে তার ব্যক্তিগত স্বর্গের
অতৃপ্ত সিঁড়িতে

যখন শরীরের মধ্যে বন্দী ভ্রমের মনে পড়ে যায়
এলাচ গন্ধের মত বাল্যস্মৃতি
তোমার অলোকসামান্য মূখের দিকে আমার স্থির দৃষ্টি
তোমার তেজী অভিমানের কাছে প্রতিহত হয়
দালোক-সীমানা

প্রতীক্ষা করি ত্রিকাল দুলিয়ে দেওয়া গ্রীবাভঙ্গীর
আমার বুক কাঁপে,
কথা বলি না

বদকে বদক রেখে যদি স্পর্শ করা যায় ব্যথা সরিৎসাগর
আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে আসি অসম্ভব দ্রুত পেরিয়ে
চোখ শূন্য, তবু পদচুম্বনের আগে
অশ্রুপাতের জন্য মন কেমন করে!

ছায়া

হিরন্ময়, তুমি নীরার মধোমদ্যি দাঁড়িয়ে না,
আমি পছন্দ করি না
পাশে দাঁড়িয়ে না, আমি পছন্দ করি না
তুমি নীরার ছায়াকে আদর করো।
হিরন্ময়, তোমার দিব্য বিভা নেই, জামায় একটা
বোতাম নেই, ছুরিতে হাতল নেই,
শরীরে এত ঘাম, রক্তে এত হর্ষ
চোখে অস্থিরতা
এ কোন্ ঘাতকের বেশে তুমি দাঁড়িয়েছো ?
ঘাতক হওয়া তোমাকে মানায় না
তুমি বরং প্রেমিক হও
সামনে দাঁড়িয়ে না, পাশে এসো না
তুমি নীরার ছায়ার মদ্য চুম্বন করো॥

যা চেয়েছি, যা পাবো না

—কী চাও আমার কাছে?

—কিছু তো চাইনি আমি!

—চাওনি তা ঠিক। তবু কেন

এমন ঝড়ের মতো ডাক দাও?

—জানি না। ওদিকে দ্যাখো

রোদ্দুরে রূপোর মতো জল

তোমার চোখের মতো

দ্রবতীর নৌকো

চতুর্দিকে তোমাকেই দেখা

—সত্যি করে বলো, কবি, কী চাও আমার কাছে?

—মনে হয় তুমি দেবী...

—আমি দেবী নই

—তুমি তো জানো না তুমি কে!

—কে আমি?

—তুমি সরস্বতী, শব্দটির মূল অর্থে

যদিও মানবী, তাই কাছাকাছি পাওয়া

মাঝে মাঝে নারী নামে ডাকি

—হাসি পায় শূনে। যখন যা মনে আসে

তাই বলো, ঠিক নয়?

—অনেকটা ঠিক। যখন যা মনে আসে—

কেন মনে আসে?

—কী চাও, বলো তো সত্যি? কথা ঘুরিয়ে না

--আশীর্বাদ!

—আশীর্বাদ? আমার, না সত্যি যিনি দেবী

—তুমিই তো সেই! টেকিলের ঐ পাশে

ফিকে লাল শাড়ি

আঙুলে ছোঁয়ানো খুঁতনি,

উঠে এসো

আশীর্বাদ দাও, মাথার ওপরে রাখো হাত

আশীর্বাদে আশীর্বাদে আমাকে পাগল করে তোলো

খিমচে ধরো চুল, আমার কপাল

নোখ দিয়ে চিরে দাও

—যথেষ্ট পাগল আছো! আরও হতে চাও বৃদ্ধি?

—তোমাকে দেখলেই শূন্য এরকম, নয়তো কেমন

শান্তিশিখট

—না দেখাই ভালো তবে। তাই নয়?

—ভালোমন্দ জেনেশুনে যদি এ জীবন

কাটাতুম

তবে সে জীবন ছিল শালিকের, দোয়েলের

বনবিড়ালের কিংবা মহাত্মা গান্ধীর

ইরি ধানে, ধানের পোকায় যে-জীবন

—যে-জীবন মানুষের?

—আমি কি মানুষ নাকি? ছিলাম মানুষ বটে

তোমাকে দেখার আগে

—তুমি সোজাসৃজি তাকাও চোখের দিকে

অনেকক্ষণ চেয়ে থাকো

পলক পড়ে না

কী দেখো অমন করে?

—তোমার ভিতরে তুমি, শাড়ি-সম্ভ্রা খুলে ফেললে

তুমি

তার আড়ালেও যে-তুমি

—সে কি সত্যি আমি? না তোমার নিজের কল্পনা

—শোন খুকী—

—এই মাত্র দেবী বললে—

—একই কথা! কল্পনা আধার যিনি, তিনি দেবী—

তুমি সেই নীরা

তোর কাছে আশীর্বাদ চাই

—সে আর এমন কি শব্দ? এক্ষুনি তো দিতে পারি

—তোমার অনেক আছে, কণামাত্র দাও

—কী আছে আমার? জানি না তো

—তুমি আছো, তুমি আছো, এর চেয়ে বড় সত্য নেই!

—সিঁড়ির ওপরে সেই দেখা

তখন তো বলোনি কিছ?

আমার নিঃসঙ্গ দিন, আমার অবেলা
আমারই নিজস্ব—শৈশবের হাওয়া শুদ্ধ জানে

—দেবে কি দঃখের অংশভাগ? আমি

ধনী হবো

—আমার তো দঃখ নেই—দঃখের চেয়েও

কোনো সুমহান আবিষ্কৃত্য

আমাকে রয়েছে ঘিরে

তার কোনো ভাগ হয় না

আমার কী আছে আর, কী দেবো তোমাকে?

—তুমি আছো, তুমি আছো, এর চেয়ে বড় সত্য নেই!

তুমি দেবী, ইচ্ছে হয় হাঁটু গেড়ে বসি

মাথায় তোমার করতল, আশীর্বাদ...

তবু সেখানেও শেষ নেই

কবি নয়, মূহূর্তে পদ্রুপ হয়ে উঠি

অস্থির দৃহত

দশ আঙুলে আঁকড়ে ধরতে চায়

সিংহিনীর মতো ঐ যে তোমার কোমর

অবোধ শিশুর মতো মূখ ঘষে তোমার শরীরে

যেন কোনো গদ্য সৎবাদের জন্য ছটফটানি

—পদ্রুপ দ্রুত যাও, কবি কাছে এসো

তোমায় কী দিতে পারি?

—কিছু নয়!

—অভিমান?

—নাম দাও অভিমান!

—এটা কিন্তু বেশ! যদি

অসুখের নাম দিই নির্বাসন

না-দেখার নাম দিই অনস্তিত্ব

দ্রুতের নাম দিই অভিমান?

—কতটুকু দ্রুত? কী, মনে পড়ে?

—কী করে ভাবলে যে ভুলবো?

—তুমি এই যে বসে আছো, আঙুলে ছোঁয়ানো থুতনি

কপাল পড়েছে চূর্ণ চুল

আমার মৃত্যুর পরও এই ছবি থেকে যাবে।

আঁচলের ভাপ দিয়ে মূছে দেবে?

বয়েস

আমার নাকি বয়েস বাড়ছে? হাসতে হাসতে এই কথাটা
স্নানের আগে বাথরুমে যে ক'বার বললুম!
এমন ঘোর একলা জায়গায় দৃ'পাক নাচলেও

ক্ষতি নেই তো—

ব্যায়াম করে' রোগা হবো, সরু ঘেরের প্যান্ট পরবো?
হাসতে হাসতে দম ফেটে যায়, বিকেলবেলায়

নীরার কাছে

বলি, আমার বয়েস বাড়ছে, শুনছে তো? ছাপা হয়েছে!
সত্যি সত্যি বৃদ্ধের লোম, জু'লপি, দাড়ি কাঁচার পাকা—

এই যে চেয়ে দ্যাখো

দেখে সবাই বলবে নাকি, ছেলেটা কই, ও তো লোকটা!
এ সব খুব শক্ত ম্যাজিক, ছেলে কীভাবে লোক হয়ে যায়
লোকেরা ফের বৃদ্ধো হবেই এবং মরবে

আমিও মরবো

আরও খানিকটা ভালোবেসে, আরও কয়েকটা পদ্য লিখে
আমিও ঠিক মরে যাবো,

কী, তাই না?

ঘুরতে ঘুরতে কোথায় এলুম, এ জায়গাটা এত অচেনা
আমার ছিলো বিশাল রাজ্য, তার বাইরেও এত অসীম
শরীরময় গান-বাজনা, পলক ফেলতেও মায়া জাগে
এই ভ্রমণটা বেশ লাগলো, কম কিছু তো দেখা হলো না
অশ্বকারও মধুর লাগে, নীরা তোমার হাতটা দাও তো
সুগন্ধ নিই!

নীরা, শব্দ তোমার কাছে এসেই বৃদ্ধি

সময় আজো থেমে আছে।

অন্য লোক

যে লেখে, সে আমি নয়

কেন যে আমায় দোষী করো!

আমি কি নেকড়ের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে ছিঁড়েছি শত্থল?

নদীর কিনারে তার ছেলেবেলা কেটেছিল

সে দেখেছে সংসারের গোপন ফাটল

মাংসল জলের মধ্যে তার আয়না খুঁজেছে, ভেঙেছে।

আমি তো ইন্সকুলে গোর্ছি, বই পড়ে প্রকাশ্য রাস্তায়

একটা চাবুক পেয়ে হয়ে গোর্ছি শূন্যতায়

ঘোড়সওয়ার।

যে লেখে সে আমি নয়

যে লেখে সে আমি নয়

সে এখন নীরার সংশ্রবে আছে পাহাড় শিখরে

চৌকোশ বাক্যের সংগে হাওয়াকেও

হারিয়ে দেয় দূরন্তপনায়

কাঙাল হতেও তার লম্জা নেই

এত ধ্বংসের জন্য তার এত উন্মত্ততা

দূতাবাস কর্মীকেও খুন করতে ভয় পায় না

সে কখনো আমার মতন বসে থাকে

টেবিলে মুখ গুঁজে?

নীরার কাছে

যেই দরজা খুললে আমি জন্মু থেকে মানুস হলাম
শরীর ভরে ঘূর্ণি খেললো লম্বা একটা হলদে রঙের আনন্দ
না খুলতেও পারতে তুমি, বলতে পারতে এখন বড় অসময়
সেই না-বলার দয়াল হলো স্বর্ণ দিন, পদ্পব্ধি
ঝরে পড়লো বাসনায়।

এখন তুমি অসম্ভব দূরে থাকো, দূরত্বকে সদূর করে
নীরা, তোমার মনে পড়ে না স্বর্ণ নদীর পারের দৃশ্য?
যুধীর মালা গলায় পরে বাতাস ওড়ে একলা একলা দূপদূর বেলা
পথের যত হা-ঘরে আর ঘেয়ো কুকুর তারাই এখন আমার সঙ্গী।

বৃকের ওপর রাখবো এই তৃষিত মৃখ, উষ্ণ শ্বাস হৃদয় ছোঁবে
এই সাধারণ সাধটুকু কি শৌখিনতা, ক্ষুধাতের ভাতরুটি নয়?
না পেলো সে অখাদ্য কুখাদ্য খাবে, খেয়ার ঘাটে কপাল কুটবে
মনে পড়ে না মধ্যরাতে দৈত্যসাজে দরজা ভেঙে সে এসেছিল?

ভুলে যাওয়ার ভেতর থেকে যেন একটা অতসী রং হল্কা এলো
যেই দরজা খুললে আমি জন্মু থেকে মানুস হলাম॥

ভুল বোঝাবুঝি

এই তটভূমিহীন প্রবহমান সংশয়

এই যে অস্থির বিষন্নতা আমার

এর কোনো শেষ নেই

বুকের মধ্যে প্রায়ই হাজার হাজার সঁদু ফোটে

মনে হয় পথ ভুলে চলে এসেছি পিপড়েদের দেশে

চোঁচয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, আমি সেই মানুষ নই,

দ্যাখো, আমার হাতে দাগ নেই!

দু'একটি মৃদুহৃৎ অন্ধকার বাতাসে জোনাকির মতন

দুলতে দুলতে চলে যায় শৈশবের দিকে

বহুকাল চেপে রাখা একটি দীর্ঘশ্বাস

বেরুবার পথ পায় না

কত ঝলমলে উজ্জ্বল সকাল অন্য লোকেরা নিজস্ব করে নেয়

তুমিই এসব কিছুর জন্য দায়ী,

নীরা, তুমি আমাকে ভুল বুঝলে কেন?

এ তো অভিমান নয়, এর নাম পিপাসা

আমি আনন্দের গান গেয়ে উঠতে চেয়েছিলাম

যদিও আমার গলা ভাঙা

একটি শিশু টলমলে পায় হাততালি দিয়ে উঠলো

আমি তাকে স্থির মৃদুহৃৎ দিতে চেয়েছিলাম

উজ্জ্বল ফুল্কি ওঠা বর্নায় চেয়েছিলাম অবগাহন

পৃথিবীকে আমি প্রায়শ চেয়েছি পৃথিবীর চেয়ে দূরে

নীরা, তুমি আমাকে ভুল বুঝলে কেন?

কেন ঐ নবনীত হাতের পাঞ্জা সরিয়ে নিলে—

আমি নির্জন ঘরে বন্দী হয়ে রইলাম!

খন্ডকাব্য

- কে যায় ?
—এই মাঠ চলে গেল বিহ্বল রজনী
—অদূরে কিসের শব্দ ?
—রৌদ্র থেকে ফিরে আসা ছায়া
—জলস্রোত ফিরে গেছে যেখানে যাবার
কথা ছিল ?
—চাঁদ বদ্বি ভুলে গেছে তাকে
—বাতাসে কিসের গন্ধ ?
—আমি এক মরালীকে চুম্বন করেছি
—কেউ কি এসেছে ঋণ শোধ নিতে ?
—একজন, যে তোমার জন্য কৈদেছিল
যে তোমার বাহুতে রেখেছে
অনন্ত মন্থ
—কে যায় ?
—এই মাঠ ঘুরে গেল হাওয়া
—অদূরে কিসের শব্দ ?
—একটি ফুলের ঝরে যাওয়া
একটি নতুন ফুল ফুটে ওঠা
—চাঁদ কি এসেছে ফিরে
বিস্মৃতির পরপার থেকে ?
—জলস্রোত নিয়ে গেল তাকে
—বাতাসে কিসের গন্ধ ?
—তীরবিন্দু মরালীর গাঢ় রক্ত
—কেউ কি হয়েছে ঋণ মৃত্ত ?
—তুমি তো জন্মান্ধ নও, মৃক ও বধির নও
তবু কেন এত প্রশ্ন ?
—জন্মলগ্নে অসহিষ্ণু, বারবার ফিরে ফিরে আসি
অতীতের পাঠ হাতে
তোমার চোখের কাছে, নীরা!

নদী ছিল

শুকনো নদীর জলে পা ডুবিয়ে দৃপ্তের কণিক কৌতুকে
মন স্বচ্ছ হ'তে গিয়ে থমকে যায়
পাশের শ্যাওলার ছোপ, ঝিরঝিরে স্রোতের মধ্যে
বাদামের খোসা
নদীর ওপার থেকে অনায়াসে নীরা নান্দী মহিলাটি
কুচি ফুল নিয়ে ফিরে আসে
গাছের শিকড়ে রাখে সোয়েটার
সিগারেট টেনে আমি মন-খারাপ ধোঁয়া ছেড়ে
ভেঙে দিই বালির প্রাসাদ!

একদিন নদী ছিল চণ্ডলা নর্তকী,
তার তীরে
রমণীর লাস্য ছিল আরও রমণীয়
প্রবল ঢেউয়ের মতো হৃদয়ের লিস্ত ওঠানামা
চুল ভাঙবার মতো অকস্মাৎ ক'ল ভেঙে পড়া
নদীর ওপার ছিল দীর্ঘস্বাস যত দূরে যায়—
নীরা, মনে পড়ে, এই নদীর তরঙ্গে
তোমার শরীরখানি একদিন
অপ্সরার রূপ নিয়েছিল?
জলের দর্পণে আমি ডুব দিয়ে পাতাল খুঁজেছি
দেখিছ তা স্বর্গ থেকে দূরে নয়, কে কাকে হারায়,
তোমার বৃকের কাছে নীল জল ছলচ্ছিল—সীমাহীন মায়া
আমার নিভৃত স্নেহ, আমার দূরাশা
এখন এ শীর্ণ নদী...বৃকে বড় কষ্ট হয়...
জলের সম্মুখ ছাড়া নারীকে মানায় না!

বিদেশ

ঠোঁট দেখলেই বুঝতে পারি, তুমি এদেশে বেড়াতে এসেছো
ঐ গ্রীবা, ঐ ভুরুদর শোভা এদেশী নয়—
কপালে ঐ চর্ণ অলক, নিমেষ-হারা দৃষ্টি পলক
ঐ মৃৎ, ঐ বৃকের রেখা এদেশী নয়!

বৃষ্টি থামা বিকেলবেলায় পথ ভরেছে শূন্য কাদায়
আমরা সবাই কাতর, বৃকে পাথর
তোমার পা মাটি ছুঁলো না
তোমার হাসি পাখি-তুলনা
তুমি বললে, আবার বৃষ্টি নামুক!

আমরা সবাই রূপ চেয়েছি
ধর্ম অর্থ কাম চেয়েছি
তোমার হাতে শূন্য দু' মূঠো বালি!
রুদ্ধ দিনের মতন আমরা রুদ্ধতাময় তৃপ্তিহারা
আগুন থেকে জ্বলে আগুন, চক্ষু থেকে অগ্নিধারা
তুমি হাওয়ায় শূন্য ফসল দেখতে পেয়ে
বাজালে করতালি।

এই পৃথিবী বিদেশ তোমার
কত দিনের জন্য এলে?
বেড়াতে আসা, তাই কি মৃৎ অমন সূঁচ-ছোঁয়া!
যদি তোমায় বন্দী করি,
মূঠোর মধ্যে ভ্রমর ধরি
দেবতা-রোষে হবো ভস্ম ধোঁয়া?

দাঁড়িয়ে রয়েছো তুমি

দাঁড়িয়ে রয়েছো তুমি বারান্দায়
অহংকার তোমাকে মানায় না
তুমি কি যে-কোনো নারী
যে-কোনো বারান্দা থেকে
সন্ধ্যার শিররে
মাথা রেখে আছে ?

তুমি তো আমারই শব্দ, দূর থেকে দেখা
শব্দকনো চুল, ভিজ়ে মৃৎ, করতলে মসৃণ চিবুক
তুমি নীরা,
অহংকার তোমাকে মানায় না—
যে তোমাকে দেখে, সে-ই তোমাকে সুন্দর করে
দ্রষ্টা যে, ঈশ্বরও সে।
তোমার নিঃসঙ্গ রূপ মেশে বাতাসের হাহাকারে।

মদন্তো

তোমার গলার মদন্তোমালা ছিঁড়ে পড়লো
এখন আমি খুঁজে চলেছি
একটা একটা মদন্তো যাদের
হারিয়ে যাবার প্রবণতা!
এখানে আলো, ঐ আঁধার
কাঁটার ঝোপ, বহু বাধার
আড়ালে খোঁজে চোখ, যেমন হিংস্রতাকে
খুঁজেছিলেন এক সন্ত
মাঝে-মাঝেই কাচের টুকরো চোখ ধাঁধায়
ওরে ডাহুক, জগৎ এখন স্দুত, তোর
ডাক থামা!

ঘাসের ডগায় বিখ্যাত সেই শিশিরবিন্দু
এই সময়?
ওরা তো কেউ মদন্তো নয়, মদন্তো নয়
উপমা যেমন যুক্তি নয়
তারার অশ্রুপাতের কথাও মনে পড়ে না!
আমি নীরার মূখের দিকে চেয়ে দেখি
চুর্ণ অলক
দুই অপলক চোখের মধ্যে ঐতিহাসিক নীরবতা
আমি খুঁজছি
বুকের কাছে শূন্যতার সামনে হাত কৃতাজলি
খুঁজে চলেছি, খুঁজে চলেছি...

বনমর্মর

সেই পথ দিয়ে ফিরে যাওয়া

পড়ে আছে মিহিন কাচের মতো জ্যোৎস্না

শুকনো পাতার শব্দ এমন নিঃসঙ্গ

সেই সব পাতা ভেঙে

ভেঙে ভেঙে ভেঙে ভেঙে চলে যেতে

যেতে যেতে যেতে যেতে

বাতাসের স্পর্শ যেন কার যেন কার যেন কার

যেন কার ?

মনেও পড়ে না ঠিক যেন কার নরম অঙ্গুলি

এই মূখে, রুদ্ধ মূখে, আমার চিবুকে, এই

কর্কশ চিবুকে

ঠোঁটে, ঠোঁটের ওপরে, এবং ঠোঁটের নিচে

চোখের দৃ' পাশে যে কালো দাগ

সেখানেও

যেন কার, যেন কার কোমল অঙ্গুলি

কপালে হিংগুল টিপ, নীলরঙা হাসি

পেছনে তাকাই আর দেখা যায় না

জ্যোৎস্না নেই, বোবা কালো অন্ধকার

শুকনো পাতার শব্দ...

সেই পথ দিয়ে ফিরে যাওয়া, ফিরে যেতে যেতে যেতে ।

তোমার কাছেই

সকাল নয়, তব্দ আমার
প্রথম দেখার ছটফটানি
দুপদুর নয়, তব্দ আমার
দুপদুরবেলার প্রিয় তামাশা
ছিল না নদী, তব্দও নদী
পেরিয়ে আসি তোমার কাছে
তুমি ছিলে না তব্দও যেন
তোমার কাছেই বেড়াতে আসা!

শিরীষ গাছে রোদ লেগেছে,
শিরীষ কোথায়, মরুভূমি!
বিকেল নয়, তব্দ আমার
বিকেলবেলার ক্ষুৎ-পিপাসা
চিঠির খামে গন্ধবকুল
তৃষ্ণা ছোটো বিদেশ পানে
তুমি ছিলে না, তব্দও যেন
তোমার কাছেই বেড়াতে আসা!

ঘরে বেড়াই

তোমার পাশে, এবং তোমার ছায়ার পাশে

ঘরে বেড়াই

তোমার পোষা কোকিল এবং তোমার মুখে

বিকেলবেলা রোদের পাশে

ঘরে বেড়াই

তোমার ঘুমের এবং তোমার যখন-তখন অভিমানের

অর্থ খুঁজি অভিধানে

ঘরে বেড়াই ঘরে বেড়াই

গাছের দিকে মেঘের দিকে

বেলা শেষের নদীর দিকে

পথ চেনে না পথের মানুষ

ঘরে বেড়াই ঘরে বেড়াই

মেলা শেষের ভাঙা উনুন ছাইয়ের গাদায়

ল্যাজ গুটোনো একলা কুকুর

পুকুর পাড়ে মাটির খুঁরি, সবুজ ফিতে

ঘরে বেড়াই ঘরে বেড়াই

তোমার পাশে এবং তোমার ছায়ার পাশে

ঘরে বেড়াই॥

সুন্দরের পাশে

সে এত সুন্দর, তাই তার পাশে বসি
রূপের বিভায় আমি সেরে নিই লঘু আচমন
রূপের ভিতর থেকে উঠে আসে বৃক ভরা ঘুম
আমি তার চোখ থেকে তুলে নিই

মিহিন ফুলের পার্শ্বি

গন্ধ শব্দিক, পদনরায় ঘুম থেকে জাগি
উজ্জ্বল দাঁতের আলো রক্তিম ওষ্ঠকে বহু দূরে নিয়ে যায়
রূপের সুদূরতম দেশে চলে যাবে এই ভয়ে
আমি দ্রুত সর্পিড় দিয়ে নেমে...
সে এত সুন্দর তাই তার পাশে বসি!

রূপ যেন অভিমান, আমি কোনো সান্নিধ্য জানি না
যতখানি নিতে পারি, দিই না কিছুই
তানলার পাশ দিয়ে উঁকি মারে কার ছায়া?

ও কি প্রতিশ্রুত?

ও কি নশ্বরতা?

শিখেছি অনেক কষ্টে তার চোখে ধুলো দেওয়া

এই শিল্পরীতি

চিরকাল না-হলেও, বারবার ফেরানো যাবেই জেনে

রূপ থেকে সুধা পান করি

ঠিক উন্মাদের মতো চোখ থেকে ঝরে পড়ে হাসি।

প্রকৃতির অলঙ্কার সে রেখেছে নিজস্ব সীমানা জুড়ে জুড়ে

তাই প্রকৃতির কাছে অন্ধ হলে যাবো

সুধের পর্বতে আমি মাথা রাখি

সুধের ঢেউ লাগে হাতের আঙুলে

উরুর ভিতরে অগ্নি...এত মোহময়...

অরণ্যের গন্ধমাখা...

নিশ্বাসে পলাশ ঝড়, বারবার

সুধের সুমিষ্ট স্বপ্ন, চোখ ঘুরে ঘুরে

যায়, আসে

নরম সোনালি দই বদক যেন স্বর্গভূমি
এত মোহমগ্ন, তাই শিল্প...
যুদ্ধের অমর শিল্প...
সে এত সুন্দর তাই তার পাশে বসি!

বিচ্ছেদ

দেখা হয়, কথা হয়, তবু বিচ্ছেদের কথা মনে পড়ে
খুঁড়ে তোলা মাটি থেকে জমে ওঠে নিকৃষ্ট পাহাড়
চোখের সম্মুখে তুমি দাঁড়ালেও স্বচ্ছ বাতাসের ব্যবধান
আমার এমনই রাগ, আমি সেই স্বচ্ছতাকে শত্রু বলে ভাবি!

ভালোবাসা শব্দটিতে ইদানীং প্রচুর মিশেছে জল
বস্তুত বন্যার স্রোতে ভেসে যায় ভালোবাসা
ঐ দ্যাখো, সকলেই দেখে
এ রকম সার্বজনীনতা আমি পছন্দ করি না!

বিচ্ছেদ শব্দটি যেন নিজের শরীরে সাদা পুঁজ-ফোড়া
অতি সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে আরাম লাগে বেশ
এ যেন নির্মাণ-সুখ, অথচ দঃখের চাপা ব্যথা!
নীরা, এই কথাগুলো রোজ বলি বলি করে
ফিরে যাই,
মধ্যরাতে জানে শুধু পথের কুকুর!
একাকিত্ব গাঢ় হলে আমি অন্ধকার দিয়ে
গড়ে নিই
তোমার আদল
সে আদল বন্ধে নেওয়া কত সোজা,
কত তরুী আলিঙ্গন

সঞ্জিভ চুম্বনে সেই কবেকার নদীতীরে প্রথম বৃষ্টিতে ভেজা
কৈশোরের স্বাদ
সেই ছবি, নীরা, তুমি স্নানঘরে দর্পণে দেখো না?

সারাটা জীবন

আমাকে দিও না শাস্তি, শিয়রের কাছে কেন এত নীল জল
কোথাও বোঝার ভুল ছিল তাই ঝড় এলো সন্দের আকাশে
আমাকে দিও না শাস্তি, কেন ফেলে চলে গেলে অসমাপ্ত বই
চতুর্দিকে এত শব্দ, শব্দ গিরিবর্ষে ঝোলে অশ্রুত শূন্যতা
আকাশের গায়ে গায়ে কালো তাঁবু, জগতের সব দীন দুঃখী শূন্যে আছে
একজন শূন্য বাইরে, তুমি তার একাকিত্ব তুলে নাও মরাল গ্রীবার মত হাতে
আমাকে দিও না শাস্তি, নীরা, দাও বাল্য প্রেমিকার স্নেহ, সারাটা জীবন
আমি
অবাধ্য শিশুর মতো প্রশ্রয় ভিখারী!

সিঁড়ির ওপরে

কোনো ঘরে আয়গা নেই, তুমি আমাকে
বসতে বললে সিঁড়িতে

আঁচল দিয়ে ধুলো মদুহতে ঝাঁজলে, আমি বললাম, থাক!
আমার মদুখের ঘাম মোছার ইচ্ছে ছিল ঐ আঁচলে
কিন্তু সেটা ছাড়িয়ে রইলো মাঝখানে
প্রবাদের খজোর মতন
তার ওপর দিয়ে উড়ে যায়
স্পর্শকাতর বাতাস।

সিঁড়ির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে যখন-তখন জেগে ওঠে পদশব্দ
আমি সঙ্কুচিত হয়ে বসি, ইচ্ছাশক্তিতে কেন মানুষ
অদৃশ্য হতে পারে না!

অচেনা দৃষ্টিগর্ভিণী আমার শরীরে বেঁধে, নীরা তুমি হেসে ওঠো
তোমার বিমূর্ত হাসিতে সিঁড়ি হয়ে যায় জলপ্রপাতের কিনারা
সেখানে ঝড়কে আছে স্নেহময় বৃক্ষ,
জলে খেলা করে পাতার ছায়া
নব চন্দ্রপল্লব, নব বেদনাময় আহ্বান!

তোমার নরম স্থিতি থেকে আমার বাসনা অনেক দূরে
তবু সিঁড়ির ওপরে বহুদিনের বিচ্ছেদ বেদনা ধুলো হয়ে গেল।

কবিতা মর্তিমতী

শূন্যে আছে বিছানায়, সামনে উন্মত্ত নীল খাতা
উপড়ু শরীর সেই রমণীর, খাটের বাইরে পা দ'খানি
পিঠে তার ভিজে চুল

এবং সমুদ্রে দ'টি টেউ
ছায়াময় ঘরে যেন কিসের সুগন্ধ,
জানালায়
রৌদ্র যেন জলকণা, দূরে নীল নক্ষত্রের দেশ।

কী লেখে সে, কবিতা? না কবিতা রচনা করে তাকে?

সে বড় অস্থির, তার চোখে বড় বেশি অশ্রু আছে
পাশ ফেরা ম'খখানি—

এখন স্তম্ভতা মর্তিমতী—
শাড়ির অমনোযোগে কোমরের নন্দন বারান্দায়
একটি পাহাড়ী দৃশ্য

সবুজ সতেজ উপত্যকা
কেন বা নদীও নয়? অথবা সে অপার্থিব ব'ঝি!

কী লেখে সে, কবিতা? না কবিতা রচনা করে তাকে?

নগরে হঠাৎ বৃষ্টি, বৃষ্টিতে দূপদূর ভেসে যায়
সে দেখেনি, সে শোনেনি কোনো শব্দ

যেন এক দ্বীপ
যেখানে হলুদ বর্ণ রক্তিমকে নিমন্ত্রণে ডাকে
অথবা সে জলকন্যা,

দ' বাহুতে হীরকের আঁশ
ক্রমশ উজ্জ্বল হয়, আঙুলে কলম চিগ্রাপিত

কী লেখে সে, কবিতা? না কবিতা রচনা করে তাকে?

শিল্প

শিল্প তো সার্বজনীন, তা কারুর একজার নয়
এ কথা ভাবলেই বড় ভয় করে, এই সত্যটিকে
আমি শত্রু বলে মানি।

নীরা নাম্নী মেয়েটি কি শুধু নারী? মন বিধে থাকে
নীরার সারল্য কিংবা লঘু-খুশী,

আঙুলের হঠাৎ লাবণ্য কিংবা
ভোর ভোর মৃৎ

আমি দেখি, দেখে দেখে দৃষ্টিভ্রম হয়
এত চেনা, এত কাছে, তবু কেন এতটা সন্দেহ
নীরার রূপের গায়ে লেগে আছে যেন শিল্পচ্ছটা
ভয় হয়, চাপা দৃষ্টি হিম হয়ে আসে।

নীরা, তুমি বালিকার খেলা ছেড়ে শিল্পের জগতে
যেতে চাও?

প্রতীক অরণ্যে তুমি মায়া বনদেবী?
তোমার হাসিতে যেন ইতালির এক শতাব্দীর ছায়া
তোমার চোখের জলে বলসে ওঠে শিল্পের কিরণ
যে শিল্প মধুর কিন্তু ব্যক্তিগত নয়
শিল্প সহবাসে আমি তোমাকে স্বেয়িণী হতে
ছেড়ে দিতে পারি?

না, না, নীরা, ফিরে এসো, ফিরে এসো তুমি
তোমাকে আমার কিংবা আমাকে তোমার কোনো
নির্বাসন নেই

ফিরে এসো, এই বাহুঘেরে ফিরে এসো!

পৃথিবীর যাবতীয় কবিতার আদিতম প্রেরণা
 নারী। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় সেই
 নারীর নাম নীরা। বনলতা সেন কিংবা
 অরুণিমা সান্যালের মতো নীরাও কি স্মৃতি-
 মেদুর কোনো কাল্পনিক নাম? নাকি নীরা
 একটু অন্যরকমের, রক্তমাংসের এক জীবন্ত
 প্রতিমা? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বহুবার
 বহুভাবে এ-নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। যে-উত্তর
 দিয়েছেন, তাতে রহস্য বেড়েছে মাত্র। প্রশ্নটাকেই
 সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন তিনি। বলেছেন,
 “এ-প্রশ্নের জবাব দেব না।”

নারীকে কেন্দ্র করে নানা বয়সে নানা সময়ে নানা
 মনোভাৱে যে-সমস্ত কবিতা লিখেছেন সুনীল
 গঙ্গোপাধ্যায়, কবিতা হিসেবেও সেগুলি
 অসাধারণ। পৃথিবীর আর কোনো কবি একটি মাত্র
 নাম ব্যবহার করে এত কবিতা লিখেছেন বলে জানা
 যায় না। সেই সমৃদ্ধ কবিতা একত্র করে প্রকাশিত
 হল প্রেমের কবিতার এই অসামান্য সংকলন—

হঠাৎ নীরার জন্য

এই বইতে এমন অনেক কবিতা রয়েছে যা এর
 আগে অন্য কোথাও প্রকাশিত হয় নি।